Date of Publication : 2nd May, 2012 *Price : Rs. 2*

VOL-2, Issue 3 *Postal Registration No. : KOL RMS/42/2010-2012*
For circulation to Subscribers only RNI No.-WBBIL/2011/38613

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০

Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

দ্বিতীয় বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা মে ২০১২ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন ঃ
নববর্ষের নিবেদন — ১
শ্রদ্ধাঞ্জলি — ২
স্মরণিকা — ৬
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ — ৬
বিশেষ অনুষ্ঠান — ৭
২০১২ মে মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী — ৭
শোক সংবাদ — ৭
Obituary — ৮
পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান — ৮
কৃতজ্ঞতা স্বীকার —১০

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033)6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

নববর্ষের নিবেদন

নববর্ষে আমরা নতুন করে নিজেদের প্রস্তুত করি কোন একটি শুভসংকল্প গ্রহণের জন্য — যা আমরা সারাটি বছর ধরে পালন করতে পারি। আজ আমরা সকলে যে দীক্ষাটি গ্রহণ করবো, সেটি হল সহিষ্ণুতার দীক্ষা। আপাততঃ সহজ মনে হলেও এই দীক্ষাটিকে জীবনে সার্থক করে তোলা অতি কঠিন। আমরা আজ পদে পদে অসিহষ্ণু হয়ে পড়েছি। পথে ঘাটে শিক্ষায়তনগুলিতে, রাজনীতির মঞ্চে — সর্বত্রই আজ দেখি চরম অসহিষ্ণুতারই উৎকট প্রকাশ। আমরা ধৈর্য ধরে অপরের বাক্য শুনতে চাই না, অপরের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চাই। অপরের মতগুলি আমি গ্রহণও করতে পারি, বর্জনও করতে পারি। কিন্তু সেই মতগুলিকে অনুধাবন করার মত চিত্তের ধৈর্য কেন আমাদের থাকবে না? এই কথাটি শুধু বৃহত্তর ক্ষেত্রে নয়। আমাদের ছোট ছোট পরিবারেও দেখি তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বিরোধিতায় কী কোলাহল মাথা তুলে দাঁড়ায়। অপরের ধর্মমত নিয়ে বিরোধিতার প্রকাশ ঘটে কোথাও কোন ধর্মযাজককে অথবা মঠের সন্ন্যাসীনীকে নিগ্রহের অথবা হত্যার জয়োল্লাসের মধ্যে। ব্রাহ্ম সমাজ চিরদিনই সকল ধর্মমতের সারটুকু গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল। ব্রাহ্মধর্মের আচার্যেরা ও ধর্মপ্রচারকেরা অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করেও কোন দিন বাহুবলের প্রকাশ দেখাননি। তাই সেদিন তাঁদের বক্তৃতা বা উপাসনায় জনসমাগমের অভাব হত না। আজকে আমাদের ছোট ছোট পরিবারগুলিতে যদি আমরা এই সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিতে পারি, তবে কি যুবসমাজে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি রাজনীতির মঞ্চে — এই অসহিষ্ণুতার প্রাবল্য উৎকট হয়ে উঠবে না। আমরা বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, মননশক্তি দিয়ে, অপরের সাথে ব্যবহার করবো — তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রে

বা ক্রোধের প্রকাশ ঘটিয়ে তার মতের টুঁটি টিপে ধরব না। এটি দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য না। দুঃসাধ্য সাধনের চেষ্টা কঠিন, কিন্তু অসাধ্য সাধনের চেষ্টা মূঢ়তা। আমাদের এই সাধনাকে যদি ছোট জায়গায় সফল করে তুলি তাহলে বিধাতার আশীর্বাদ লাভে সেই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে ওঠে। বাধাকে বড়ো করে না দেখে নিজেদের ভিতরকার শক্তির উপর ভরসা রেখে আমরা এগিয়ে চলবো। চিরন্তন সত্যের উপর আস্থা রেখে সহজ প্রাণের আনন্দে সবাইকে নিয়ে পথ চলাই হোক আমাদের নববর্ষের সংকল্প — জীবনবিধাতা আমাদের প্রচেষ্টাকে তাঁর আশীর্ব্বাদের দ্বারা ধন্য করুন।

— ডঃ মধুশ্রী ঘোষ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে এমন অনেক মহাপ্রাণের আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা নিজেদের অন্তঃস্থিত জ্যোতিকণা দ্বারা পারিপার্শ্বিক আলোকিত করে তুলেছেন ও মানব জীবনকে অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন প্রগতি মুক্তি ও কল্যাণের পথে। তাঁদের কালজয়ী চিন্তা ও কর্ম চিরকালীন সম্পদরূপে সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় আমাদের দেশের নবজাগরণ ও আধুনিকতার পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজ ও তার পুরোধা ব্যক্তিত্বদের অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে। এমনই কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের জন্ম ও প্রয়াণ ঘটেছিল ইংরাজী বছরের মে মাসে।

এক এবং নিরাকার পরমব্রহ্মকে জ্ঞান, যুক্তি ও মননদ্বারা উপলব্ধি করে মানবকল্যাণকামী ব্রাহ্মধর্মের সূচনা যিনি করেছিলেন সেই রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ২২শে মে। আজ থেকে দুই শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে তৎকালীন সমাজ ও সীমিত শিক্ষাব্যবস্থার পটভূমিকায় তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, সুদূরপ্রসারী চিন্তাক্ষমতা ও বিশাল কর্মকাণ্ড আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। অসাধারণ মেধা ও নিরলস সাধনা দ্বারা তিনি বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে প্রভূত জ্ঞান ও বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করার ফলস্বরূপ ক্ষুরধার যুক্তিপ্রয়োগে নিজের মত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়ে ওঠেন। তাঁর সকল সংস্কারকার্য ছিল যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একই সঙ্গে তিনি হিন্দুশাস্ত্র গভীরভাবে চর্চা করে সার সত্যে উপনীত হয়ে একেশ্বরবাদী ব্রহ্মভাবনা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছেন, সতীদাহ ও সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং প্রয়াসী হয়েছেন নারীজাতির শিক্ষা ও সুষ্ঠুজীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করে তুলতে। এই প্রসঙ্গে তাঁর সহমরণ বিষয়ক বিচারমূলক গ্রন্থ (প্রবর্তক - নিবর্তক সম্বাদ) উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত সংস্কৃত-নির্ভর ও মাদ্রাসা কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাতে বৈজ্ঞানিক এবং প্রগতিমূলক পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন, এই প্রসঙ্গে সুদূর ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে তাঁর লিখিত পত্রে তিনি চেয়েছেন ভারতবাসী Mathematics Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful Sciences শিক্ষার সুযোগ লাভ করুক এবং বিশ্ববাসীর সঙ্গে সমভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হোক। এ ছাড়াও সংস্কৃত শাস্ত্রের বাংলা অনুবাদ তাঁর অন্যতম ব্যতিক্রমী কার্য্য — এইভাবে তিনি শাস্ত্রকে সর্বজনের অধিকারে আনতে চাইলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের গণ্ডীর বাইরে। তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত, সঙ্গীতজগতে একটি নতুন দিক চিহ্নিত করে এবং পরবর্তীকালে এই ধারায় বহু ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচিত হয়। বাংলা গদ্যভাষায় গ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তিপ্রদান তাঁর কর্মযজ্ঞের কিছু কিছু অংশের পরিচয় মাত্র। ফরাসী বিপ্লবের তিনটি বিখ্যাত শব্দ স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী, তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই সীমিত যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগেও পাশ্চাত্যের প্রগতিবাদী চিন্তাশীল মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে। বিলেতে প্রবাসকালীন তিনি বহু বিশিষ্টজনের সম্মান ও প্রীতিলাভ করেছিলেন। একাধারে তিনি 'ভারতপথিক' এবং "The Universal man"। এই অসাধারণ মানুষটির চিন্তাধারা এবং বোধ আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক এবং অনুধাবনযোগ্য।

রাজা রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ খৃঃ ১৫ই মে জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহন পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মসমাজের ক্রমবিকাশ এবং এক সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। অন্তরে জাগরিত আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার কারণে ব্রহ্মজ্ঞান অন্বেষণ ও শাস্ত্রচর্চা, ১৮৩৯ খৃঃ তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন যা যুক্ত হয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে এবং এর সাম্বৎসরিক সভা ব্রাহ্ম সমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠা উৎসবে (১১ই মাঘ) পরিবর্তিত হয় যা আমাদের অন্যতম বিশেষ উৎসব। ১৮৪৩ খৃঃ প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে সামাজিক ও ব্রহ্মভাবনার প্রচারও একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা যা বাংলা ভাষার উন্নতিরও সহায়ক হয়েছিল। ১৭৬৫ শকাব্দের ৭ই পৌষ ব্রাহ্মধর্মে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রসার ও উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। অন্যদিকে হিমালয় ভ্রমণ কালে প্রকৃতির সন্নিধানে সেই অরূপরূপের রূপকারকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে তাঁর মন আধ্যাত্মিক সম্পদলাভে পূর্ণ হয়ে ওঠে। উপলব্ধির সঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞানের সংমিশ্রণে এবং ব্রাহ্ম সমাজের ভাবনাকে একটি পদ্ধতিগত রূপ প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কারণে তিনি প্রণয়ণ করেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ।

১৮৫৯ খৃঃ ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে ১৭৭৪ শকাব্দে ভবানীপুরে আদি ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হয়। ব্যক্তিজীবনে পিতৃঋণের কারণে অর্থ সংকট এবং নিরাকার ব্রহ্মবিশ্বাসের কারণে পারিবারিক বিরাগ এই সকল প্রতিকূলতা তিনি ঈশ্বরনির্ভরতার সহায়তায় অতিক্রম করেছেন এবং সমাজ সংক্রান্ত কার্য্য অবিচলভাবে সম্পন্ন করে গেছেন। 'চিরসুহৃদ' যিনি, মহর্ষি তাঁকে জেনেছিলেন 'চিরসহায়' রূপে। তাঁর ঈশ্বর সাধনা, ব্রাহ্ম আন্দোলনের জন্য কর্মোদ্যোগ আজকে যাঁরা তাঁর উত্তরসূরী তাদের সার্থকভাবে জাগরিত করুক, অনুপ্রানিত করুক। আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি সার্থক হোক।

যে সকল মহান চরিত্রের সাধনা ও আদর্শের প্রভাবে ব্রাহ্ম সমাজ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ও রামমোহন পরবর্তী সময়ে বিশ্বদরবারে উপনীত হয়েছিল, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আচার্য কেশবচন্দ্রের সহযোগীরূপে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ও প্রচারে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৫৯ সালে প্রতাপচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হন। মহর্ষির আধ্যাত্মিক ভাব তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি প্রচারকের কাজ সারা জীবন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। ১৮৬৭ সালে তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৭৪, ১৮৮৩, ১৮৯৩ এবং ১৯০০ সালে য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন ও সমাদর লাভ করেছিলেন এবং খ্যাতনামা মনীষীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল। ১৮৮৩ সালে প্রচারকার্যে তিনি ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড, বোষ্টন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করে সুনাম অর্জন করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যেমন বিহার, মধ্যভারত, পাঞ্জাব, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি জায়গায় তাঁর প্রচার কার্য অব্যাহত ছিল। ভাই কাশীরামের উদ্যোগে ১৮৮৬ সালে প্রতাপচন্দ্র সিমলায় 'হিমালয় ব্রহ্মমন্দিরের' ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার চিকাগোতে Parliament of Religions -এ যোগদান করার জন্য আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে বক্তৃতা করেন ও সমাদর লাভ করেন। ১৯০০ সালে শেষবার তিনি বিদেশ যাত্রা করে বোষ্টন, লণ্ডন, লীডস্, অক্সফোর্ড প্রভৃতি স্থানে ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর পবিত্রতা বাগ্মিতা ও উদারভাব সেই সময়ের যুব সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। 'শুভ আশীর্বাদ দানে' তাঁর রচিত একটি প্রচলিত ব্রহ্মসঙ্গীত যা তাঁর ভক্তিভাবের পরিচায়ক। 'The Oriental Christ' , Life and Teachings of Keshub Chunder Sen' 'Aids to Moral Character" তাঁর রচিত কয়েকটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ। ১৯০৫ সালে ২৭শে মে এই ভক্ত সাধকের পার্থিব জীবনের অবসান হয়।

'হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে' গভীর এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এমন সহজ সুন্দরভাবে যিনি প্রকাশ করেছেন তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১ সালের ৮ই মে। বঙ্কিম পরবর্তী যুগে সহজতর ভাষায় রচিত তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্ম বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছিল। উপন্যাস,

গল্প, কবিতা, নাটক, গান, বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ, সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গভীর চিন্তার পরিচয়দায়ক। আধ্যাত্মিক বোধের এক অপূর্ব প্রকাশ আমরা পাই তাঁর শান্তিনিকেতন গ্রন্থে। বিভিন্ন প্রকারের সুরে ও রাগের প্রয়োগে সাজানো তাঁর সঙ্গীত সম্ভার — যেখানে রয়েছে দেশী ভাটিয়ালী থেকে বিদেশী সুরের প্রভাব। বিশাল ও বৈচিত্রপূর্ণ এই সঙ্গীত সৃষ্টি শিল্প জগতের এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত। তাঁর আঁকা ছবি এক অসাধারণ শিল্পচেতনার পরিচায়ক, যা শুরু হয়েছিল রচনা কাটাকুটির মধ্য দিয়ে তা আজ দেশে বিদেশে সম্মান লাভ করছে। শুধু শিল্প সাহিত্য নয় মানুষের সার্বিক উন্নতি ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর ব্যতিক্রমী শিক্ষাচিন্তার ফলস্বরূপ তিনি গড়ে তুলেছিলেন আশ্রমজীবন কেন্দ্রিক এক শিক্ষালয়। উদ্দেশ্য ছিল ছাত্ররা আত্মনির্ভরশীল সচেতন মানুষ হয়ে উঠবে প্রকৃতির সান্নিধ্যে এবং শিক্ষকদের ভালবাসায়। তাঁর সেই প্রচেষ্টা আজ বিশ্বভারতী নামে বিশ্ববিখ্যাত। এছাড়াও পল্লীজীবনের উন্নতিকল্পে শ্রীনিকেতনে তিনি স্থাপন করেন কৃষি ও শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র। স্বদেশ প্রীতি ও সমাজ ব্যাবস্থা নিয়ে তাঁর গঠনমূলক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনার মধ্যে। রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথেরও বিশ্বাস ছিল দেশ থেকে অশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর না করলে জাতির সর্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও হিংসা তাঁকে ব্যথিত করেছে, জীবনের সুন্দরের স্থান ও মূল্য তিনি অনুভব করেছেন — উন্নত রুচির বিনোদনের আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন; সেখানকার কৃষ্টি ও ভাবধারা তাঁর বোধের জগৎকে নিয়ে গেছে বিশ্বের উদার প্রাঙ্গনে। গীতাঞ্জলি তাঁকে এনে দিয়েছিল নোবেল পুরস্কার যা সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে গর্বের বিষয়।

প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার ১৮৬১ সালে ১লা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ক্যাম্প্‌বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ১৮৮০ তে ডিপ্লোমা লাভ করবার পর কলকাতা ইউনিভারসিটি থেকে এম. বি, এম. এ এবং এম. ডি ডিগ্রী লাভ করেন যথাক্রমে ১৮৮৮, ১৮৮৯ এবং ১৮৯০ সালে। ব্রাহ্ম প্রচারক গিরিশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা নির্মলাদেবীর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে তাঁর ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ। তাঁর একটি মানব দরদী মন ছিল। চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন লাভ করা সত্যেও তিনি দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ও ঔষধাদীর ব্যবস্থা করতেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের তিনি ছিলেন প্রধান সম্পাদক। ডাঃ নীলরতন সরকার শুধুমাত্র একজন সুচিকিৎসক ছিলেন না — চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষার দিকটির প্রতিও তিনি যত্নবান ছিলেন। তিনি ১৮৯৫ সালে একটি বেসরকারী মেডিসিন কলেজ স্থাপন করেন পরবর্তী সময়ে যার নাম হয় Calcutta Medical School and College of Physicians and Surgeons of Bengal । এর কলেজ সেকশনটি পরবর্তী সময়ে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ নামে পরিচিত হয়। কলিকাতা ইউনিভারসিটির সায়েন্স কলেজ ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের তিনি একজন উৎসাহী প্রতিষ্ঠাতা। Indian Association For The Cultivation of Science এর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ অবধি কলকাতা ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যানসেলারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড এবং এডিনবার্গ ইউনিভারসিটির সাম্মানিক DCL এবং LLD ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথিতযশা এই চিকিৎসক ১৮৯০ থেকে ১৮৯১ অবধি ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। ১৮৯১ ও ১৮৯২ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে সহ সম্পাদকরূপে কাজ করেছেন। ১৯৪৩ সালে ১৫ মে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৫০ সালের ১০ই আগষ্ট ক্যাম্প্‌বেল মেডিকেল স্কুলের প্রয়াত প্রাক্তন ছাত্র নীলরতন সরকারের স্মৃতিতে এই কলেজ ও হাসপাতালের নাম যথাক্রমে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও নীলরতন সরকার হাসপাতাল রাখা হয়।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম ১৮৬৩ সলের ১০ই মে। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর সংগীত ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। কৈশোরে গগনচন্দ্র হোমের সহিত বন্ধুত্বের মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজের নব্য উদার ভাবের সঙ্গে

তাঁর পরিচয় ঘটে। পরবর্তী কালে কলকাতায় এসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সান্নিধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল আবহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ফটোগ্রাফীর প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। তৎকালীন ছোটদের 'সখা' ও 'সাথী' নামক পত্রিকায় তাঁর লেখা ও ছবি প্রকাশিত হত। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর কন্যা বিধুমুখীর সহিত বিবাহের পর ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, ভক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীজনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। শিশুসাহিত্যের চর্চায় তিনি এক নূতন দিক উন্মোচন করেছিলেন। শিশুদের উপযুক্ত এবং তাদের কাছে আকর্ষণীয় হবে এইরকম সাহিত্য রচনা নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং ১৮৯৫ সালে নিজ ব্যয়ে বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেন আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বই এবং 'ইউ রায় এণ্ড সন্স' নামে একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের পত্তন করলেন। তৎকালীন ছবি ছাপার জন্য যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাতে সব সময় ভাল ছবি হত না। এই বিষয়ে তাঁর গবেষণা প্রিন্টিং শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। এই বিষয়ে তাঁর লিখিত সারগর্ভ প্রবন্ধ বিলেতের বিখ্যাত মুদ্রণ শিল্প বার্ষিকী 'পেনরোজ অ্যানুয়ালে' প্রকাশিত হয়। ব্লক তৈরীতে অসাধারণ সাফল্যের পর নিজস্ব প্রেস থেকে বই ছাপা শুরু হল। এছাড়াও ফটোগ্রাফিতে স্ক্রিন ব্যবহারের ব্যাপারেও তাঁর অবদান রয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গীত চর্চায় গভীর আগ্রহ ছিল। নানা প্রকার বাদ্য যন্ত্র - বেহালা, বাঁশি, হারমোনিয়াম, খোল অতি সুন্দর বাজাতে পারতেন। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন সুর ও দিয়েছেন। তাঁর রচিত মাঘোৎসবের অতি পরিচিত গান "জাগো পুরবাসী" সত্যই উৎসবের আহ্বান জাগিয়ে তোলে সকলের মনে। শিশুদের কল্পনাপ্রবণ মন ও মানসিক চাহিদার কথা মনে রেখে অতি মনোগ্রাহী শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন যা আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ। 'ছোটদের রামায়ণ', 'ছোটদের মহাভারত', 'পুরাণের গল্প', 'সেকালের কথা', এছাড়াও প্রচলিত সুন্দর লোককাহিনী ভিত্তি করে লিখলেন 'টুনটুনির বই' যার আবেদন সর্বকালীন। যেমন সহজ সুন্দর গল্প তেমনই সব অপূর্ব ছবি। ১৮১৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে 'সন্দেশ পত্রিকা' প্রকাশ আরম্ভ করলেন। এখানে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী নানা রকম গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা ছাপা হত। নানা গুণীজনের অবদানে এই পত্রিকাটি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। সুকুমার রায় এবং পরবর্তী কালে সত্যজিৎ রায় এর সম্পাদনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই পত্রিকাটি আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে পরবর্তী প্রজন্মের সহায়তায়।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর যোগ্য উত্তরসূরী সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিৎ রায়ের মধ্যেও শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত সিনেমা শিল্প, চিত্রাঙ্কণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিভার উজ্জ্বল বিভার বিকাশ হয়েছিল। দেশে বিদেশে খ্যাতি, প্রশংসা ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। বিভূতিভূষণের কাহিনী নিয়ে তৈরী তাঁর বিখ্যাত সিনেমা 'পথের পাঁচালী', এছাড়াও ছোটদের জন্য নানা রকম গল্প, গোয়েন্দা কাহিনী লিখে, ছবি এঁকে তিনি পারিবারিক ঐতিহ্যকে গৌরবের সঙ্গে বহন করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত এই মানুষটির জন্ম হয়েছিল ১৯২১ সালের ২রা মে।

বহু ধর্মপ্রাণ, উদার হৃদয়, সমাজসেবী মানুষ বিভিন্ন সময় ব্রাহ্ম সমাজের তথা সমগ্র সমাজের উন্নতি সাধনে ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের চিন্তাভাবনা নিরলস কর্মযোগের শুভ ফল পরবর্তী প্রজন্ম লাভ করেছে। সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় ও উত্তরসূরী হিসেবে আজকের সকল মানুষের অনুধাবনযোগ্য।

— শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত

(তথ্য সহায়তা - শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত)

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

২রা মে (১৯২১)	—	ভারতরত্ন সত্যজিৎ রায়ের ৯১ তম জন্মদিবস।
৭ই মে (১৮৮৭)	—	লেঃ কঃ ডাঃ মনীন্দ্রনাথ দাসের ১২৫ তম জন্মদিবস।
৯ই মে (১৮৬১)	—	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫১ তম জন্মদিবস।
১২ই মে (১৮৬৩)	—	শিশু-সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ১৪৯ তম জন্মদিবস।
১৫ই মে (১৮১৭)	—	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯৫ তম জন্মদিবস।
১৮ই মে (১৯৪৩)	—	স্যার নীলরতন সরকারের ৬৯ তম তিরোধান দিবস।
২০শে মে (১৯০৫)	—	ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ১০৭ তম তিরোধান দিবস।
২২শে মে (১৭৭২)	—	রাজর্ষি রামমোহন রায়ের ২৪০ তম জন্মদিবস।
২৩শে মে (১৮৯৯)	—	বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ১১৩ তম জন্মদিবস।
২৭শে মে (১৯৬৪)	—	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ৪৮ তম তিরোধান দিবস।
৩০শে মে (১৮৬৫)	—	সাহিত্যিক-সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৭ তম জন্মদিবস।

—ঃ সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

।। জন্মোৎসব সমারোহ ।।

রবিবার ৬ই মে, ২০১২ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা — **সত্যজিৎ রায়ের ৯১ তম জন্মদিবস (২রা মে), লেঃ কঃ ডাঃ মনীন্দ্রনাথ দাসের ১২৫তম জন্মদিবস (৭ই মে) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫১তম জন্মোৎসব (২৫শে বৈশাখ) স্মরণে বিশেষ উপাসনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি**

আচার্য - ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর

সঙ্গীত - শ্রীঅভিজিৎ দাস

রবিবার ১৩ই মে, ২০১২ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা — **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস (৩রা জ্যৈষ্ঠ) এবং উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর ১৪৯ তম জন্মদিবস (১২ই মে) স্মরণে বিশেষ উপাসনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি**

আচার্য - শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি

সঙ্গীত - ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

রবিবার ২৭শে মে, ২০১২ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা — **কাজী নজরুল ইসলামের ১১৩ তম জন্মদিবস (২৩শে মে) ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৭ তম জন্মদিবস (৩০শে মে) স্মরণে বিশেষ উপাসনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি**

আচার্য - শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত

সঙ্গীত - শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ—

।। রাজর্ষি রামমোহন রায়ের ২৪০ তম জন্মোৎসব সমারোহ ।।

রবিবার ২০শে মে, ২০১২ — রাজা রামমোহন রায়ের ২৪০ তম জন্মদিবস (২২শে মে)
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রার্থনা - শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী

রাজা রামমোহন বিষয়ক বক্তৃতা

বক্তা - শ্রীপরিমল দাস
শ্রীসুরজিৎ দাসগুপ্ত

সঙ্গীত - শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা

মঙ্গলবার ২২শে মে ২০১২ — ময়দানে রাজর্ষির মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ ও প্রার্থনা
সকাল ৮-৩০ টা (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, কলকাতা পৌর নিগম,
বিভিন্ন ব্রাহ্ম সমাজ ও সমিতির পুষ্পার্ঘ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি)

প্রার্থনা - ডঃ মধুশ্রী ঘোষ

সঙ্গীত - ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীবৃন্দ

আপনাদের সকলের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

—ঃ ২০১২ জুন মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী ঃ—

রবিবার ৩রা জুন ২০১২ — আচার্য - শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা সঙ্গীত - শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী

রবিবার ১০ই জুন ২০১২ — আচার্য - শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা সঙ্গীত - ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—।। শোকসংবাদ ।।—

বিগত ৩১শে মার্চ ২০১২ শনিবার রাত্রি ৩-৩০মিঃ প্রয়াত জগতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্রয়াতা লাবণ্য চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা এবং প্রয়াত জ্যোতিরিন্দু দাসের পত্নী, শ্রীশিবাদিত্য দাস ও শ্রীমতী রাধা সিংহের মাতা, সমাজের প্রাক্তন সদস্যা শ্রীমতী চিত্রা দাস হায়দ্রাবাদে ৮৬ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

বিগত ১৯শে এপ্রিল ২০১২ বৃহস্পতিবার প্রয়াত ডাঃ গুরুপ্রসাদ মিত্র ও প্রয়াতা প্রতিভা মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র, শ্রীমতী রত্না মিত্রের স্বামী এবং শ্রীমতী মল্লিকা মিত্র ও শ্রীমতী মঞ্জরী মিত্রের পিতা ডাঃ অরুণ কুমার মিত্র ৮৭ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোক গমন করেছেন।

Dr. Arun Kumar Mitra

OBITUARY

Born on 2nd April 1925 to late Dr. Guruprasad Mitra (regarded as *DHANNWANTARI* by his patients) and late Protibha Mitra, Dr. Arun Kumar Mitra inherited a legacy of human liberty and service to mankind.

A renowned Gynaecologist, Dr. Mitra was a brilliant student throughout his career. He was a General Scholar at the Matriculation Examination and was awarded several medals and scholarship on passing his final examination from the Calcutta Medical College with outstanding credit in the year 1946. He obtained Diploma in Obsterics and Gynaecology (DGO) from the Calcutta University and stood First in the M.O. Examination and was awarded Gold Medal. Later he became member of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (FRCOG), London and obtained his PhD on his research paper on Gynaecological Cancer from the London University.

For about 25 years he was associated with teaching as Professor in Calcutta Medical College and Presidency General (PG) Hospital.

During his long and distinguished professional career, both as a Doctor and a Surgeon, his integrity, sincerity and humanitarian outlook earned him a precious place in the minds of his patients and the members of their family.

A devout Brahmo, Dr. Mitra was very much interested in the activities of Brahmo Samaj, especially in the various activities of the Brahmo Sammilan Samaj, Bhowanipur and was one of the members of the Board of Trustees. He had been a member of the Governing Body of the Barhmo Sammilan Samaj for a long time and served as its Vice President and President. He was the Chairman of its Charitable Hospital-wing at the time of his death.

Spiritual strength and moral values were part of his personal credo. His favourite time was early morning for reading as well as writing his thoughts. He was awarded *Rabindro Puroshkar* for his book *KANYA JAYA O JANANI*. His *"PROBHAT BONDONA-BINI SHUTOR MALA"* is a collection of poems reflecting his belief on One Almighty God, simplicity in life and love of Nature. His Articles in Sammilan Barta touched the hearts and souls of one and all.

Dr. Arum Kumar Mitra will be remembered for his dignified unassuming personality and his service to society and Samaj.

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ

বিগত ২২শে এপ্রিল রবিবার ২০১২ সকাল ১০টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াত ডাঃ অরুণ কুমার মিত্রের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীমতী সুনন্দা দাস। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী মল্লিকা মিত্র,

মঞ্জরী মিত্র, সুনীতা ব্যানার্জী, অর্পিতা ব্যানার্জী, পারমিতা ঘোষ, কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবেকা রক্ষিত, সুনন্দিতা সেনগুপ্ত, মনীষা সিংহ, বিপাশা মাইতি, কৌশিকী বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম সেনগুপ্ত, অনিরুদ্ধ রক্ষিত, অরীন্দ্রজিৎ সাহা ও সৌরভ চ্যাটার্জী। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মল্লিকা মিত্র (কন্যা)। ডাঃ বাণী সারেঙ্গী প্রয়াত শিক্ষক ডাঃ অরুণ কুমার মিত্রের স্মৃতিচারণ করেন এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। প্রয়াত ডাঃ মিত্রের বাল্য বন্ধু ডাঃ অশোক মিত্র বন্ধুর প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এবং পুরোন দিনের অনেক কথা নিবেদন করেন। উপাসনার শেষে পারিবারিক বন্ধু শ্রীঅভিজিৎ গুহ কয়েকটি সঙ্গীত নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু আত্মীয় পরিজন উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ

বিগত এপ্রিল মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার কার্যসূচী অনুযায়ী যোগানন্দ দাস ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। ডঃ শুচিতা দেব (প্রথম রবিবার), শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী (দ্বিতীয় রবিবার) ও শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি (তৃতীয় রবিবার) শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী (চতুর্থ রবিবার) এবং ডঃ সুনন্দা (রাখী) রায়চৌধুরী (পঞ্চম রবিবার) আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী, দ্বিতীয় রবিবার সর্বশ্রী/শ্রীমতী শ্রীচন্দ্রা ব্যানার্জী, মৌসুমী চ্যাটার্জী, কস্তুরী চক্রবর্ত্তী, রীতা চক্রবর্ত্তী, অঞ্জনা গুহ, মধুশ্রী ব্যানার্জী, বিজয়লক্ষ্মী দাস, সুহিতা ভট্টাচার্য, অনিন্দিতা দাসগুপ্ত, খুকু রায়, শ্যামলী সেনগুপ্ত, অবন সাহা, মলয় দাস, শঙ্কর প্রসাদ মিত্র, মন্দার সেনগুপ্ত; তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী রুবী মজুমদার; চতুর্থ রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত এবং পঞ্চম রবিবার শ্রীমতী সুস্মিতা বসু।

বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ

বিগত মাসের ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার ২০১২ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে সমাজ মন্দিরে বর্ষ বিদায় অনুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য এবং সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী অনন্যা চ্যাটার্জী, রীণা দোলন গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী রায়, জয়ন্তী নাথ, কস্তুরী চক্রবর্তী, মিত্রা দেব, মৌসুমী চ্যাটার্জী, অনুলেখা ব্যানার্জী, অঞ্জনা দত্ত, রীতা চক্রবর্ত্তী, খুকু রায়, অনুরাধা বসু, নূপুর নন্দী, শুক্লা দাসগুপ্ত, অভিজিৎ দেব, তাপস কুণ্ডু, সুরজিৎ ধর, মলয় দাস, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য, শর্মিলা বসু ও কস্তুরী চক্রবর্ত্তী। যন্ত্রানুষঙ্গে শ্রীবীরেশ্বর ভৌমিক ও শ্রীপঞ্চানন বড়াল।

বিগত মাসের ১৪ই এপ্রিল ২০১২, শনিবার সকাল ৯টায় যথোচিত মর্যাদায় নববর্ষ আবাহন অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন ডঃ মধুশ্রী ঘোষ। ব্রহ্মসঙ্গীত পরিবেশন করেন 'মুক্তধারা'র শিল্পীগোষ্ঠী। ডঃ মধুশ্রী ঘোষের মনোজ্ঞ উপাসনা এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি সকলে উপভোগ করেন। উপাসনার নিবেদনের অংশবিশেষ এ মাসের বার্তায় মুদ্রিত করা হয়েছে।

জন্মদিনের অনুষ্ঠান ঃ

বিগত ১৭ই মার্চ, ২০১২ শনিবার বৈকাল ৫ ঘটিকায় শ্রীমতী সুচেতা দত্ত তাঁর মাতা প্রয়াতা কমলা দত্ত ও তাঁর মাতুল ধ্রুবকুমার রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপিত করেন তাঁর টালিগঞ্জস্থিত গৃহে। তাঁর মাতা ও মাতুলের জন্ম হয় যথাক্রমে ১৭ই মার্চ ১৯১৫ ও ৯ই মার্চ ১৯১৭ তারিখে। অনুষ্ঠানটি সূচিত হয় শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরীর চিত্তাকর্ষী উপাসনায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী সুপ্রতীম চক্রবর্ত্তী, সলিল হাজরা, মনোজিৎ দে ও সর্বশ্রীমতী ঝর্ণা দত্ত ও সুদেষ্ণা রায়চৌধুরী। শ্রীমতী সুচেতা দত্তের লিখিত তাঁর মাতা ও মাতুলের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করেন শ্রীমতী সুপর্ণা সেনগুপ্ত ও কুমারী শ্রীতমা ব্যানার্জী। পরিশেষে শ্রীরাজকুমার বর্মণ ব্রহ্মসংকীর্তন পরিবেশন করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমতী সুচেতা দত্ত

এক হাজার করে টাকা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ও ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের বিলডিং ফাণ্ডে দান করেন।

ভ্রম সংশোধন ঃ

বিগত মার্চ ২০১২ ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার বিভাগে নবেন্দু সুন্দর - পান্না ব্যানার্জীর ট্রাষ্ট ফণ্ডে দাতাদের নামের মধ্যে শ্রীনিত্যেন্দু সুন্দর ব্যানার্জীর নাম ভ্রমক্রমে শ্রীনবেন্দু সুন্দর ব্যানার্জী ছাপা হয়েছে। এই ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

বিগত এপ্রিল ২০১২ ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তায় শোক সংবাদ বিভাগে প্রয়াত জ্যোতির্ময় নন্দীর প্রয়াণ দিবস ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১২র পরিবর্তে ৯ই ফেব্রুয়ারী ২০১২ ছাপা হয়েছে। এই ভ্রমের জন্য আমরা দুঃখিত।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীরূপনারায়ণ বোস — ৫৫০ টাকা (র/নং ২৭৩৯); শ্রীরূপনারায়ণ বোস — ৫০ টাকা (র/নং ২৭৪৮); শ্রীমতী রত্না সিংহ — (প্রয়াত স্বামী প্রসেনজিৎ সিংহ এবং প্রয়াত ভগ্নিপতি অমিয় ঘোষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ২০০০ টাকা (র/নং ২৭৫০); শ্রীমতী সুনন্দা রায়চৌধুরী — ১০০০ টাকা (র/নং ২৭৫১); শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী (প্রয়াতা মাতামহী সত্যকুমারী রায়ের চৌষট্টি তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৭৫২); শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত (নববর্ষ (১৪১৯) আবাহন অনুষ্ঠানে উদ্ধৃত খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেট বিক্রয় বাবদ) — ২৫০ টাকা (র/নং ২৭৫৬); শ্রীমতী রত্না মিত্র (প্রয়াত স্বামী ডাঃ অরুণ কুমার মিত্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ২০,০০০ টাকা (র/নং ২৭৫৭)।

দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় ফণ্ড ঃ শ্রীমতী অনসূয়া সেন (প্রয়াত স্বামী দেবপ্রসাদ সেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে — ১০০০ টাকা (র/নং ২১৬); শ্রীমতী দেবযানী মজুমদার — ১০০ টাকা (র/নং ২১৭); শ্রীমতী চন্দ্রা গুপ্ত ও শ্রী সম্রাট গুপ্ত — ১০০০ টাকা (র/নং ২১৮);

মেমোরিয়াল বিল্ডিং রিপেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীমতী সুচেতা দত্ত (প্রয়াতা মাতা কমলা দত্ত এবং প্রয়াত মাতুল ধ্রুব কুমার রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৭৫৩); শ্রীমতী মঞ্জু চৌধুরী ও শ্রীমতী অঞ্জলি সেন (প্রয়াত পিতা প্রশান্ত কুমার বসু ও প্রয়াতা মাতা হিমানী বসুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ২০০০ টাকা (র/নং ২৭৫৪)।

নববর্ষে দান ঃ শ্রীমতী সুনন্দা দাস — ১০০ টাকা (র/নং ২৭৫৫)

১৮২ তম মাঘোৎসব স্মারক গ্রন্থে বিজ্ঞাপনঃ Ospak Cyton Paper Company Pvt. Ltd. (ordinary full page) — Rs. 3000 (R/No. 2749)

এই সকল সহৃদয় দান ও সাহায্যের জন্য সকল দাতাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। করুণাময় ঈশ্বর এঁদের সকলের মঙ্গল বিধান করুন এবং এই সকল দান সার্থক হোক।

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, Published from 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.